আবদুল মান্নান সৈয়দ

পরদেশে পরবাসী : ইংল্যান্ডের দিনগুলি

[লেখক– আব্দুর রউফ চৌধুরী। প্রকাশক– সাহিদুল ইসলাম বিজু; পাঠক সমাবেশ। প্রকাশ কাল– অক্টোবর ২০০৩। পৃষ্ঠা– ২৮৭। মূল্য– ৩৫০ টাকা।]

'বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগে সত্যের আলোছায়ায় বসে রচিত এই উপন্যাস। মাটির পৃথিবীর মানুষ নিয়ে সাধারণ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সজীব বা জীবন্ত। স্থবির বা নিষ্ক্রিয়ের বিপরীত।'

'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসের লেখক এই উপন্যাস সম্পর্কে একথা লিখেছিলেন ভূমিকা নয়– আলাদা একটি পাণ্ডুলিপিতে। উপন্যাসটি পড়তে পড়তেই মনে হয় একথা, স্মৃতিকথা বা আত্মজীবন এর ভিতরে প্রকাশ্যেই মিশে আছে। কিন্তু তবুও এ ভ্রমণকাহিনী তো নয়ই, স্মৃতিকথাও নয়– এ উপন্যাস। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে-আশ্রয়ে রচিত।

আরো কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন আব্দুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-৯৬)। ঔপন্যাসিকের চোখ-মন-শৈলী তাঁর স্বায়ত্ত, একথা ঈষৎ দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায়। কথাশিল্পীসুলভ বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর ছিল লেখকের জীবন। নানা রকম ব্যবসা করেছেন; বিচিত্র সব চাকরি;– সিলেটে, করাচিতে, লন্ডনে। এরই মধ্যে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ সব-কিছুই লিখেছেন। সত্যিকার অন্তঃপ্রেরণা ব্যতিরেকে এরকম সংগ্রামী ও পরিব্যস্ত জীবনে রচনাকর্মে নিরত থাকা যায় না। সিলেটের একান্তিক-আঞ্চলিক বিশিষ্টতা তাঁকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেনি– সমৃদ্ধই করেছে।

ডাক-বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে লেখক হবিগঞ্জে এসেছিলেন ১৯৮৯ সালে। এখানেই ১৯৯৪ সালে উপন্যাসটি বিন্যাস করেন। ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় 'যুগভেরী' পত্রিকায়, তখন নাম ছিল 'ইংল্যান্ডের দিনগুলি'। পরে লেখক-কর্তৃক পরিশোধত-পরিবর্ধিত হয় 'পরদেশে পরবাসী' নামে।

আজ সারা পৃথিবীতেই বাঙালি ছড়িয়ে পড়েছে। ইংল্যান্ডে, আমেরিকায়, কানাডায়, জাপানে, সৌদি আরবে আরো দেশে স্থায়ী-অস্থায়ী ডেরা বেঁধেছে। দেশি-বিদেশি মিশ্রণে তাদের জীবনযাপনের একটি ধারা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বিলেতে বাঙালিদের অবস্থান সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দিনের। বাংলাদেশ বা পশ্চিম বাংলার মানুষের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবনযাত্রার রূপপ্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটি যোগ আছেই, তার সঙ্গে মিশিছে পাশ্চাত্য ধাঁচ। দুই মিলিয়ে অন্য একটি প্রসারণ ঘটেছে। সেই ভিন্ন প্রসারণের একটি প্রতিফলন ঘটেছে আব্দুর রউফ চৌধুরীর 'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসে। প্রবহমান-পরিবর্তমান একটি কাহিনীর সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে লেখকের স্মৃতি অভিজ্ঞতা ইতিহাসচেতনা আর্থ-সামাজিক পটভূমি রচনা। চরিত্র-ঘটনা-পরিপ্রেক্ষিতের যথার্থতার যে তল্লাশ ও দাবি করে উপন্যাস, তা মিটিয়েছেন আব্দুর রউফ চৌধুরী। অবৈকল্য, নিষ্কপটতা আর কাহিনীবুননের সামর্থ্য উপন্যাসটির প্রাণবন্ততাকে এতটুকু আড়াল করেনি। রূপ মিয়া, ফারনিন, ছোটমামা, মইন, দিলদার, লেঙলুট, জাবেদ, নূর মিয়া, নাসরিন– চরিত্রগুলি ঘটনার উথালপাথাল উত্তালতার ভিতর দিয়ে একটি পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ইতোপূর্বে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় লন্ডনের পটভূমিকায় বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। আব্দুর রউফ চৌধুরী 'পরদেশে পরবাসে' উপন্যাস পটভূমির অভিন্নতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও বাঙালি-মুসলমানের প্রবাসী আখ্যান হিশেবে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী আস্বাদ-আঘ্রাণ বহন করে আনে। সন্দেহ নেই, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় স্মৃতিকথার মতোই অদম্য ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে পুরো উপন্যাস। কিন্তু কোন উপন্যাসে লেখকের আত্মপ্রতিফলন নেই? জন স্টাইনবেক– যে বলেছেন, প্রত্যেকটি উপন্যাসের নায়ক সেই ঔপন্যাসিকের ভাবমূর্তি– এর চেয়ে সত্যি কথা আর কী আছে? রূপ মিয়া আর কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে হয়তো লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে, কিন্তু লিখতে লিখতে লেখক কি আত্মআবিষ্কারও করেন না? আব্দুর রউফ চৌধুরী তাঁর জীবনদৃষ্টি উপন্যাসের প্রতি অধ্যায়ে উন্মোচন করেছেন, গোপন করেননি কোথাও। উপন্যাস রচনার একটি সাহজিক কুশলতা লেখকের অর্জনে আছে। ভাষ্যব্যবহারে যে-একটুখানি 'কমলালেবুর গন্ধ' আছে তা সুস্মিতভাবেই তৃপ্তিকর। 'Boy meets girl' এরকম বাজারী শস্তা উপন্যাস নামধেয় রচনায় যখন ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক, তখন এই অন্যরকম স্বাদযুক্ত উপন্যাসটি আমাদের অন্য এক আলোর আকাশে মুক্তি দেবে।